এসাইনমেন্ট:

কুরআন-হাদীসের আলোকে রমাদান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত

Course Name: Research And Masayel

Course Code: RAM 302

Assignment Submitted to: Ustad Abdul Wahid

Submitted by-

Name: Md. Asif Reza Taraque

Roll: 20201200

Batch: 202

সূচীপত্র

1. লেখকের কথা 1
2. হিজরী সন 2
3. রমাদান মাস 3
4. কুরআনে বর্ণিত রমাদান মাসের গুরুত্ব 5
5. হাদীসে বর্ণিত রমাদান মাসের গুরুত্ব 8
6. রাসুল (ﷺ) এর সময়কালে রমাদান মাসে সংগঠিত বিখ্যাত ঘটনাসমূহ.................. 11
7. রাসূল (ﷺ) এর ওফাত পরবর্তী রমাদান মাসে সংঘঠিত বিখ্যাত ঘটনাসমূহ 13
8. রমাদান মাসের আমলসমূহ 14
৯. রমাদান মাসের শিক্ষা, তাৎপর্য ও প্রাপ্তি 22

লেখকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে মানুষের আকৃতিতে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, আকল, বুদ্ধি, বিবেক দিয়েছেন। অতঃপর অসংখ্য নিআমতে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপা যিনি আমাকে এই ক্ষুদ্র কাজ করার তৌফিক দান করেছেন। **‘কুরআন-হাদীসের আলোকে রমাদান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত’** একটি সংকলনধর্মী কাজ। কুরআন ও হাদীসে রমাদান মাস সম্পর্কে যেসব আয়াত ও হাদীস আলোচনা করা হয়েছে, তা একত্র করা এবং সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব আমি করার চেষ্টা করেছি। কুরআনের আয়াতগুলো সবুজ অক্ষরে এবং রাসূল (ﷺ) এর মূল্যবান হাদীসগুলো নীল অক্ষরে সাজিয়েছি, যাতে করে পাঠকের বুঝতে কোনরুপ সমস্যা না হয়। রাসূল (ﷺ) এর রমাদানের এক বিষয়ের উপর একাধিক হাদীস থাকায় শুধুমাত্র সহিহ একটি হাদীসই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যথায় এর কলেবর অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতো।

পরিশেষে, কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। আমার কাজ-চিন্তাধারাও ভুলের বাইরে না থাকায় এই কাজে ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এই লেখার মধ্যে নিজের অজান্তে কোন স্বাভাবিক ভুল-ত্রুটি করলে, পাঠকের চোখে তা ধরা পড়লে পাঠককে নিজ গুণে ক্ষমা করার অনুরোধ রইলো। আর কুরআন-হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এই লেখা থেকে যদি কোন পাঠক কিঞ্চিৎ উপকৃত হন, তবে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। মহান আল্লাহ যেন আমাদের দূর্বলতার দরুণ আমাদের পাকড়াও করা থেকে বিরত থাকেন এবং আমাদের জান্নাতবাসী করেন, এই দোআ করি। আমিন।

হিজরী সন

হযরত উমর (রাঃ) হিজরী সন গণনা প্রবর্তন করেন। এর পূর্বে আরবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বছর তথা সময়কাল হিসাব করা হতো। উদাহরণ সরূপ বলা যেতে পারে, রাসূল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর জন্মসালকে হস্তি বছর হিসেবে প্রাচীন আরবেরা মনে রেখেছে। সে সেময়ে মাসের হিসাব থাকলেও সন গণনার রেওয়াজ ছিলো না। হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে মুসলিম রাজ্যের ব্যাপৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলিমদের জন্য দিনকাল গণনার সুবিধার্থে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর হিজরত এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিজরী সন প্রবর্তন করা হয়। পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্যান্য মাসের ন্যায় হিজরী সন বারো মাসে বছর ধরা হয়। হিজরী সন চন্দ্র বছর হিসাব করে, অর্থাৎ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ২৯ অথবা ৩০ দিন ধরে মাস গণনা করা হয়। চাঁদের হিসেব অনুযায়ী ৩৫৪ দিন বা ৩৫৫ দিনে এক বছর হয়।

ইসলামে হিজরী সনের বারোটি মাস হলো যথাক্রমেঃ (১) মুহররম, (২) সফর, (৩) রবিউল আউয়াল, (৪) রবিউস সানী, (৫) জমাদিউল আউয়াল, (৬) জমাদিউস সানী, (৭) রজব, (৮) শাবান, (৯) রমাদান, (১০) শাওয়াল, (১১) যিলক্বদ, (১২) যিলহজ্জ্ব।

আল্লাহ তাআলাও তাঁর পবিত্র কিতাব কুরআন মাজীদে বছরের বারো মাস সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[٩:٣٦]

নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত-তওবা ৯:৩৬)

রমাদান মাস

আরবী বারোটি মাসের মধ্যে রমাদান মাসের বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে একটি অন্যতম রুকন হচ্ছে সাওম (রোজা) পালন। আল্লাহ তাআলা এই রমাদান মাসে সাওম পালন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইবন ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সলাত কায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমাদানেরর সিয়ামব্রত পালন করা (রোজা রাখা)। (সহিহ বুখারীঃ ৮)

আল্লাহ তাআলা ইসলামের পাঁচটি রুকনের তথা মৌলিক বিষয়ের মধ্যে একটি তথা সাওমকে এই মাসের সাথে সম্পর্কিত করে এই মাসকে সম্মানিত করেছেন। শুধুমাত্র এই রমাদান মাসে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২৯ দিন অথবা ৩০ দিন সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কি?' তিনি বললেনঃ 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, (ক্বিয়ামাতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলাম কি?' তিনি বললেনঃ 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমাদান-এর সিয়ামব্রত পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কি?' তিনি বললেনঃ 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেনঃ 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে ক্বিয়ামাতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছিঃ বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (ক্বিয়ামাতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।' অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেনঃ 'ক্বিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট.......।' (সূরা লুক্বমান ৩১/৩৪) এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেনঃ 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জিবরীল ('আঃ) ; লোকদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।' আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (সহিহ বুখারীঃ ৫০)

রমাদান মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক বিশেষ রহমত সরূপ। এ মাসে ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আজকার ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করে। এ মাসে ইবাদত করলে অন্য মাস অপেক্ষা বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। এক বর্ণনায় এসেছে, 'রমাদান মাসে যে ব্যক্তি একটি নফল আদায়

করবে তা ফরজের সমান হবে। আর যে একটি ফরজ আদায় করবে তা সত্তরটি ফরজের সমান হবে।' (শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩০৫-৩০৬)

এ মাস সম্মানিত হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, এ মাসে আল্লাহর কালাম কুরআন নাযিল হয়। এ মাসেই কুরআনুল কারীম লাওহে মাহফুয হতে দুনিয়ার প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয় এবং প্রসিদ্ধ মতানুসারে ১৭ ই রমাদান হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত ওহী হিসেবে নাযিল হয়।

কুরআনে বর্ণিত রমাদান মাসের গুরুত্ব

আল্লাহর গ্রন্থ পবিত্র কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় রমাদান মাসের উল্লেখ রয়েছে । তন্মধ্যে সূরা বাক্বারায় রমাদান মাসের কথা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। সূরা বাক্বারায় রমাদান মাস সম্পর্কে আলোচিত আয়াতগুলো নিম্নরূপঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [٢:١٨٣]

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (সূরা বাক্বারা ২:১৮৩)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [٢:١٨٤]

গণনার কয়েকটি দিনের জন্য অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে, অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণ কর হয়। আর যদি রোজা রাখ, তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। (সূরা বাক্বারা ২:১৮৪)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [٢:١٨٥]

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (সূরা বাক্বারা ২:১৮৫)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [٢:١٨٦]

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (সূরা বাক্বারা ২:১৮৬)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [٢:١٨٧]

রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্নপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরন কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াত সমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। (সূরা বাক্বারা ২:১৮৭)

সূরা বাক্বারায় আয়াত সংখ্যা ১৮৩ হতে আয়াত সংখ্যা ১৮৭ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা রমাদান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরেছেন। প্রথমেই আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তোমাদের (অর্থাৎ এখানে রাসূল (ﷺ) এর উম্মত তথা মুসলিমদের) উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে, যেটি কিনা পূর্ববর্তী সকল কওমের লোকদের উপর ফরজ ছিল। এখানে আল্লাহ তাআলা ধারাবহিকতা বুঝিয়েছেন। পূর্বের নবী-রাসূলদের উম্মতদের উপর যা ফরজ ছিল, তা রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) এর উম্মতের উপরও তিনি আবশ্যক করেছেন। এবং আল্লাহ তাআলা তার কালাম, তাঁর কথায় কেন ফরজ করা হয়েছে, তা উল্লেখ করেছেন। আর তার কারণ হলো, যাতে রাসূল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর অনুসারীরা যেন তাকওয়া অর্জন করতে পারে। কারণ অন্য সকল ইবাদতে রিয়া বা লোক দেখানোর বিষয়টি কোন না কোনভাবে আছে, কিন্তু সাওম রাখার ক্ষেত্রে নিজেকে আহার-পানি থেকে বিরত রাখা, হারাম বিষয়গুলো তো অবশ্যই; এমনকি যা কিনা হালাল -খাদ্য, তা গ্রহণ থেকে এক আল্লাহর ভয়ে নিবৃত্ত থাকার ফলে ব্যক্তির মনে, চিন্তা-চেতনায় এ চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হয় যে, আল্লাহ সর্বদা তার কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করছেন। ফলে সে নিজের জ্ঞাতসারে পাপকাজ করা থেকে নিজেকে বিরত থাকে। নিজের অজান্তে বিষয়টি ভিন্ন (অনেক সময় কথা-বার্তায় নিজ অজ্ঞতার দরুণ ছোট শিরক প্রকাশ পায়)। আর আমরা মুসলিমরা, আল্লাহর এই ফরজ বিধান রমাদান মাসে পালন করে থাকি।

সূরা বাক্বারার ১৮৪ নং আয়াতে বান্দার যেন কষ্ট না হয়, সাওম পালন বান্দার উপর যেন কোনরুপ বোঝা না হয়ে যায়, সেজন্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান সহজ করেছেন। রোগাক্রান্ত হলে বা সফরে থাকলে তা গণণা করে পরবর্তীতে আদায় করলে রমাদান মাসের ফরজ সাওমের হক্ব আদায় হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এরুপ হয় যে, কোনভাবেই তার পক্ষে সাওম পালন আর সম্ভবপর নয়, সে ক্ষেত্রে মিসকীনকে খাদ্যদানের মাধ্যমে সাওমের ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, কোন ভালো কাজের বিনিময় ভালো ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না। আর সাওম রাখার মধ্যে যে অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন।

সূরা বাক্বারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন যে, রমাদান মাস হলো সেই মাস, যেই মাসে কুরআন মাজীদ- আল্লাহ পাকের কালাম, যা আল্লাহ পাক তার পবিত্র ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) উপর পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছেন, যার সূচনা হয়েছিল এই পবিত্র মাস রমাদানেই।

আল্লাহ তাআলা সূরা বাক্বারার ১৮৬ নং আয়াতে বলছেন যে, তিনি বান্দার অতি নিকটে আছেন। বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু চায়, তখন আল্লাহ তাআলা বান্দার চাওয়া পূর্ণ করেন। সৎপথে, সঠিক পথে আসার জন্য বান্দাকে নিঃসংকোচে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করা জরুরী।

সূরা বাক্বারার ১৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রমাদান মাসে আহারের নিষিদ্ধ সময়, স্বামী-স্ত্রী মিলনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সময় এবং ইতিকাফ করার বিষয়াবলী আলোকপাত করেছেন।

এই রমাদান মাসের শেষ দশকের একটি বিজোড় রাত হচ্ছে লাইলাতুল ক্বদর তথা ক্বদরের রাত। আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদে এর গুরুত্ব বোঝাতে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন। এই সূরাটি নিম্নরুপঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [٩٧:١]

আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (সূরা আল-ক্বদর ৯৭:১)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ [٩٧:٢]

শবে-কদর সমন্ধে আপনি কি জানেন? (সূরা আল-ক্বদর ৯৭:২)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [٩٧:٣]

শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা আল-ক্বদর ৯৭:৩)

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ [٩٧:٤]

এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (সূরা আল-ক্বদর ৯৭:৪)

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ [٩٧:٥]

এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা আল-ক্বদর ৯৭:৫)

সূরা আল-ক্বদরের পাঁচটি আয়াতেই আল্লাহ তাআলা এই রাতের মহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এই রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম বলেছেন। আরবী ভাষায় অধিক গুরুত্ব বোঝাতে হাজার ব্যবহার করা হয়। এখানে আক্ষরিকভাবে আল্লাহ তাআলা হাজার মাস বোঝাননি। এই রাত এর চেয়েও অধিক উত্তম। হাদীসে এই সূরা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, যা হাদীস অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত রমাদান মাসের গুরুত্ব

রমাদান মাস সম্পর্কিত বহু হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এসেছে। এসব হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের রমাদান মাসের আবশ্যকীয় সাওম পালন, বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, রমাদান মাসের আমল, বিধি-নিষেধসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন। এসব বিষয়াদি সাহাবী, তাবেঈ-তাবে-তাবেঈ, উলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম, এভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে।

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

জাহিলী যুগে কুরায়শগণ ‘আশূরার দিন সওম পালন করত। আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- ও পরে এ সওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমাদানের সিয়াম ফরয হলে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যার ইচ্ছা ‘আশূরার সিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সওম পালন করবে না। (সহিহ বুখারীঃ ১৮৯৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে 'আশূরার দিনে সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমাদানের সওম ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা ('আশুরার) সওম পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না। (সহিহ বুখারীঃ ২০০১)

ইহুদীরা ১০ ই মুহররম আশুরার দিন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে হযরত মুসা (আঃ) এর নেতৃত্বে মিসরের যালিম শাসক ফিরাউনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছিল, এর জন্য আল্লাহর প্রতি শোকর জানাতে এই দিন তারা সাওম পালন করতো। হিজরতের পর মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীদের কাছ থেকে রাসূল (ﷺ) তা জানার পর মুসলিমদের ১০ ই মুহররম সহ আরেকদিন আগে অথবা পরে রোজা রাখার নির্দেশ দেন, যাতে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য বজায় না থাকে।

ইসলামের পাঁচটি খুটি রয়েছে। এগুলো হলোঃ (১) কালিমা শাহাদাত বা সাক্ষ্য দান, (২) স্বলাত আদায়, (৩) যাকাত আদায়, (৪) হজ্ব পালন ও (৫) সাওম পালন। এই পাঁচটি স্তম্ভ বা খুঁটি হচ্ছে ফরজ। এরমধ্যে রমাদান মাসের সাওম হচ্ছে অন্যতম। হাদীসে এসেছে,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: أَلَا تَغْزُو؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ "الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ

ইব্‌ন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

এক ব্যক্তি তাঁকে বললোঃ আপনি কি যুদ্ধ করেন না? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমাদানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ৫০০১)

রমাদান মাসে ইবাদত করলে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেকগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহ বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হাদীসে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি রমাদানের রাতে ঈমানসহ পূণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় । (সহিহ বুখারীঃ ৩৭)

আল্লাহ তাআলা মানুষজাতি ও জ্বীনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। আর ইবাদত অনেকভাবেই করা যায়। স্বলাত আদায়, সাওম পালন, যাকাত প্রদান, হজ্জ্ব আদায়, জিকির করা প্রভৃতি। কিন্তু সাওম হচ্ছে এমন একটি ইবাদত, যা কিনা অন্য সকল ইবাদত থেকে স্বতন্ত্র। সাওম পালনকারী ব্যক্তি মুখে না বললে কারো বোঝার উপায় নেই যে সেই ব্যক্তি রোজাদার। অন্য সকল ইবাদতে কোন কোনভাবে রিয়ার বিষয়টি আসতে পারে। কিন্তু সিয়াম পালনে ওইভাবে রিয়া বা লোক দেখানো বিষয়টি প্রকাশ পায় না। অন্য সকল ইবাদতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পুরস্কার ঘোষণা করা হলেও সাওমের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা পুরস্কার নির্দিষ্ট করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে সাওমের বিনিময়ে অগণিত নেকী দান করবেন। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাঁকে গালি দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে

ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। যার কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিস্‌কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাঁকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে। (সহিহ বুখারীঃ ১৯০৪)

রমাদান মাসের শেষ দশদিনের একটি রাত হচ্ছে বিশেষ রাত। এই রাতকে লাইলাতুল ক্বদর বলে। এই রাত হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম। রাসূল (ﷺ) এর উম্মতের আয়ু অন্য সকল নবী-রাসূলদের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় সাহাবীরা রাসূলের মুখে অন্য নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতদের ইবাদত বন্দেগীর সময়কাল শুনে আফসোস করলে আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে এই রাতের ফযীলত সম্পর্কে একটি পৃথক সূরা নাযিল করেন। লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে একাধিক হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে রয়েছেঃ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদ্‌রে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। সুলায়মান ইব্‌নু কাসীর (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সহিহ বুখারীঃ ২০১৪)

রাসূল (ﷺ) এর সময়কালে রমাদান মাসে সংগঠিত বিখ্যাত ঘটনাসমূহ

রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় রমাদান মাসে বেশ কিছু বিখ্যাত ঘটনা সংগঠিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ২য় হিজরী সনের রমাদান মাসে সংঘঠিত বদরের যুদ্ধের ঘটনা। ১৭ই রমাদান বদরের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এ যুদ্ধে ৩১৩ (মতান্তরে ৩১৪) জন মুসলিম মুহাজির ও আনসারের বিপরীতে ১০০০ জন মক্কার মুশরিক-কাফির যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অসম এই লড়াইয়ে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন। এ যুদ্ধ ছিলো সত্য বনাম মিথ্যার, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন সরূপ।

আমরা ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবো যে, ইসলাম সর্বদা বেশির বিপক্ষে অল্প সংখ্যক দ্বারা বিজয় লাভ করেছে। আর বিজয় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকেই আসে। গাযওয়াতুল বদরে ৩১৩ বনাম ১০০০ জনের অসম লড়াইয়ে মুসলিম পক্ষে ১৪ জন শহীদের মর্যাদা লাভ করেন, অন্যদিকে কাফির-মুশরিকদের মধ্যে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন যুদ্ধবন্দী হয়। মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফির-মুশরিকদের মধ্য হতে নেতৃস্থানীয় ২৪ জন নিহত হয়। এর মধ্যে কুরাইশ সর্দার আবু জাহল, উতবা, শায়বা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাআলা রমাদানে মাসে সংঘঠিত এই গাযওয়াতুল বদর সম্পর্কে আল কুরআনে সূরা আল-ইমরান ও সূরা আনফালে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [٨:٤٣]

আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (সূরা আনফাল ৮:৪৩)

এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা সরাসরি মুসলিমদের ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে এক হাজার জন্য ফেরেশতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অবশেষে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ বিজয় লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [٣:١٢٣]

বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (সূরা আল-ইমরান ৩: ১২৩)

আর এই ২য় হিজরী সনের রমাদান মাসে সাওম পালন ও সাদাকাতুল ফিতর মুসলিমদের উপর ফরজ করা হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক রোজাদার অবস্থায় মুসলিমগণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর রমাদান শেষে পহেলা শাওয়াল মদীনাবাসী মুসলিমরা ঈদের আনন্দ উদযাপন করেন। একদিকে ঈদের আনন্দ, অপরদিকে বদর যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দ।

এ ছাড়া রমাদান মাসে সংগঠিত আরেকটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে মক্কা বিজয়। ইতোপূর্বে মক্কার কাফির কুরাইশদের সাথে মদীনার মুসলিমদের সন্ধি চুক্তি থাকার পরও যখন কুরাইশরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে, তখন রাসূল (ﷺ) দশ হাজার সাহাবীর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ৮ম হিজরীর ১০ ই রমাদান মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। 18 ই রমাদান (মতান্তরে ২০ ই রমাদান) হযরত মুহম্মদ (ﷺ) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। যে শহর থেকে নবীজিকে হিজরত করতে হয়েছিল, সেই সত্য নবীই হিজরতের ৮ম বছরে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا [٤٨:٢٤]

তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা আল-ফাতহ্ ৪৮: ২৪)

রাসূল (ﷺ) এর ওফাত পরবর্তী রমাদান মাসে সংঘঠিত বিখ্যাত ঘটনাসমূহ

রাসূল (ﷺ) এর ওফাত পরবর্তী সাহাবীদের সময়কালে রমাদান মাসে সংঘঠিত ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত ঘটনার মধ্যে একটি হলো আন্দালুস বা স্পেন বিজয়। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে বারো হাজার মুসলিম সৈন্য সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুস পৌঁছান। এরপর ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করেন। তিনি ২৮ ই রমাদান ৯২ হিজরীতে আন্দালুস বিজয়ের সর্বশেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বারো হাজার সৈন্যের মধ্যে তিন হাজার সৈন্য শাহাদাত করণ করেন। এর ফলে আন্দালুস ইসলামের ছায়াতলে আসে। এরপর আটশত বছর ধরে মুসলিম শাসকগণ আন্দালুস শাসন করেছেন। পরবর্তীতে মুসলিম শাসকদের হঠকারিতায় এই মুসলিম ভূখন্ড মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

রাসূল (ﷺ) ও সাহাবী পরবর্তী সময়ে ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বড় বিজয় সূচিত হয় আইন জালুতের যুদ্ধে। ৬৫৮ হিজরীর ২৫ ই রমাদান এই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মিসরের মামলুক সুলতান সাইফ আদ-দ্বীন কুতুয, আর অপরপাশে ছিলো পরাক্রমশালী তাতার মঙ্গোল বাহিনী। মঙ্গোলদের

অপরাজেয় বাহিনী একে একে মুসলিম সকল শহর বিজয় করে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে চলছিলো। তারা ইরাকের বাগদাদে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলো। পুরো শহর ধ্বংস করে ফেলেছিলো। আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, শাম সব মুসলিমরা হারিয়েছিলো। তাদের রুখে দেওয়ার শক্তি কোন সৈন্যবাহিনীর ছিলো না। তখন প্রদীপের সলতের মতো মিসরে ইসলাম জিন্দা ছিলো। সুলতান সাইফ আদ-দ্বীন কুতুয, রুকুনুদ্দীন বাইবার্স ইসলামের এসব বীরের কল্যাণে আইন জালুতের প্রান্তরে ইসলাম বিজয় লাভ করে।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। যারা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে, আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন।

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ [٥:٥٦]

আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। (সূরা আল-মায়িদা ৫: ৫৬)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ [٣٧:١٧١]

আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, (সূরা আস-স্বফফাত ৩৭: ১৭১)

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ [٣٧:١٧٢]

অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। (সূরা আস-স্বফফাত ৩৭: ১৭২)

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ [٣٧:١٧٣]

আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী। (সূরা আস-স্বফফাত ৩৭: ১৭৩)

রমাদান মাসের আমলসমূহ

রমাদান মাসে একজন মুসলিম ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ও সাওম পালনের পাশাপাশি আরো অনেক ইবাদত করতে পারে, যেগুলো রাসূল (ﷺ) জীবদ্দশায় করেছেন, উনার সাহাবীরা করেছেন, যা হাদীস দ্বারা স্বীকৃত আমল। ফরজ ইবাদত তো অবশ্যই পালনীয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও সিয়াম পালন করতে হবে। সিয়াম পালনের সাথে শেষরাতে সাহরী খাওয়া ও দিনের শেষে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এগুলো একজন মুসলিমকে সুন্নাহ মনে করে গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। হাদীসে এসেছে,

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।

(সুনানে আন-নাসায়ীঃ ২১৪৬)

ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি একজন মুসলিম অতিরিক্ত সওয়াবের আশায় কিছু নফল ইবাদত/ আমল রমাদান মাসে করতে পারে। নিচে রমাদান মাসে একজন মুসলিম কি কি অতিরিক্ত নফল আমল করতে পারে, তা তুলে ধরা হলোঃ

- **নফল স্বলাত আদায়ঃ**

রমাদান মাসে একজন মুমিন মুসলিম ফরজ স্বলাতের পাশাপাশি নফল স্বলাত আদায় করতে পারে। আল্লাহ তাআলা রমাদান মাসে নফল ইবাদাতের জন্য সাত থেকে সত্তুর গুণ নেকী প্রদান করে থাকেন। কারো যদি কোন কারণে ফরজ স্বলাত কাযা থেকে থাকে, তবে রমাদান মাসে তা আদায় করে নেয়া সবচেয়ে উত্তম। আর ভালো কাজের বিনিময় তো ভালোই হয়ে থাকে। আর স্বলাত, যা কিনা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আদায় করা হয়ে থাকে, তা মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীল ও পাপকাজ করা থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনুল কারীমে বলেন,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [٢٩:٤٥]

আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (২৯:৪৫)

- **স্বলাতুত তারাবীহ আদায়ঃ**

রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবীরা রমাদান মাস আসলে দিনে সাওম পালন করতেন এবং দিনশেষে ইফতারের পর রাতে স্বলাতুত তারাবীহ নামাজ পড়তে দাড়িয়ে যেতেন। হাদীসে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। হাদীসে আছেঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ" فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় তারাবীর সালাতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। হাদীসের রাবী ইব্‌নু শিহাব (রহঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করেন এবং তারাবীর ব্যাপারটি এভাবেই চালু ছিল। এমনকি আবূ বকর (রাঃ)- এর খিলাফতকালে ও ‘উমর (রাঃ)- এর খিলাফতের প্রথমভাগে এরূপই ছিল। (সহিহ বুখারীঃ ২০০৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ، وَقَالَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَسُلْسِلَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ» أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয ব্যতীত রমযানের তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করার জন্যও উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন যে,যখন রমযান আগমন করে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ২১০৪)

রাসূল (ﷺ) এর সময়ে রাসূল (ﷺ) এর পিছে সাহাবীরা স্বলাতুত তারাবীহ আদায় করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ফরজ হিসেবে গণ্য করার আশঙ্কায় রাসূল (ﷺ) তা নিয়মিতভাবে সাহাবীদের নিয়ে আদায় করতেন না। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রাঃ) জামাতের সাথে বিশ রাকাত তারাবীহ নামাজ প্রচলন করেন। একজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীকে আমলের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা একজন মুমিন মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

- **তাহাজ্জুদ স্বলাত আদায়ঃ**

তাহাজ্জুদ স্বলাত আদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। নবীজি (ﷺ) এর উম্মতদের জন্য নফল থাকলেও আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর তা আবশ্যকীয় করেছিলেন। যখন বান্দা রাতের শেষ অংশে আরামের ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার উপর অত্যাধিক খুশি হন, তার সকল হাজত-চাহিদা পূরণ করে দেন।

আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ রমাদান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (নফল) সালাত কি রকম হত? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদান অথবা অন্য সময়ে রাত্রে এগার রাকআতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। (সালাত) তাঁর একাগ্রতা এবং তাঁর সালাত দীর্ঘায়িত করা সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। তারপরও আর চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাঁর এ একাগ্রতা এবং সালাত দীর্ঘায়িতকরণ সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। তারপর (মাঝখানে সালাম না ফিরায়ে) আরো তিন রাকআত সালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কি বিত্‌রের সালাত আদায় করার পূর্বেই নিদ্রা যান? তিনি বলেন, হে আয়েশা! আমার আঁখি যুগল তো নিদ্রা যায় কিন্তু আমার হৃদয় নিদ্রা যায় না। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ১৬৯৭)

এখানে এগারো রাকাত স্বলাতের মধ্যে আট রাকাত তাহাজ্জুদের স্বলাত এবং তিন রাকাত বিতরের স্বলাত।

- **কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতঃ**

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত নফল ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। কারণ কুরআন মাজীদ হলো আল্লাহর কালাম বা শব্দ। রাসূল (ﷺ) এর হাদীস থেকে এ কথা পাওয়া যায় যে, কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা দশটি করে নেকী দান করবেন। আর রমাদান মাসে এই নেকী বহু থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। তাই আমরা রমাদান মাসে বেশি থেকে বেশি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবো।

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ.

আবূ মূসা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী ‘আমাল করে, তাঁর দৃষ্টান্ত ঐ লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে চমৎকার। আর ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু এর অনুসারে ‘আমাল করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধ নেই। আর মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে; তার উদাহরণ হচ্ছে, ঐ রায়হানের মত, যার মত মাতানো খুশবু আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতে বিস্বাদ এবং গন্ধে দুর্গন্ধময়।

- **দান-সদকা করাঃ**

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সর্বাবস্থায় দান-সদকা করতে বলেছেন। দান-সদকা পাপকে মিটিয়ে দেয়। ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন তথা স্তম্ভ হলো যাকাত প্রদান। নফল দান-সদকার পাশাপাশি মুসলিমরা অপর দরিদ্র মুসলিমদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করার জন্য যাকাত প্রদান করতে পারে। ইসলামে আটটি খাত চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে যেসব খাতে যাকাত দেয়া যায়। প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের উচিত তার সম্পদের প্রকৃত হিসাব করে যাকাত নির্ধারণ পূর্বক তা আদায় করে নেওয়া। যাকাত আদায় করলে সম্পদ পবিত্র হয়, সম্পদে আল্লাহর বরকত আসে। আর অতিরিক্ত সওয়াবের জন্য দান-সদকা তো নেকীর পাল্লাকে আরো ভারী করে তোলে।

আল-কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [٢:٢٤٥]

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৪৫)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [٣:١٣٤]

যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৩৪)

হাদীসে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন। (সহিহ বুখারীঃ ১৯০২)

- **ইবাদতে রাত্রি জাগরণঃ**

রাসূল (ﷺ) রমাদান মাসে রাত জেগে ইবাদত বন্দেগী করতেন। তিনি নফল স্বলাত আদায় করতেন। অনেক দোআ-ইস্তেগফার করতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) কে এত এত দোআ-ইস্তেগফার করতে দেখে, দীর্ঘ সময় নামাজের দরুণ উনার পা ফুলে যেতো, এ অবস্থা দেখে সাহাবীরা জানতে চাইলে রাসূল (ﷺ) জবাব দিয়েছেন, ‘আমি কি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?’ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে এর বর্ণনা আছে।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ»

মাসরুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যখন রমযানের শেষ দশ দিন আসত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রে ইবাদাতের জন্য জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন আর লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে নিতেন। (স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন) (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ১৬৩৯)

- **ইতিকাফ করাঃ**

ইতিকাফ করা রমাদান মাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। ইতিকাফ করা ফরজে কিফায়া। প্রত্যেক এলাকায়, পাড়া-মহল্লায় কমপক্ষে একজন ব্যক্তিকে মসজিদে ইতিকাফে বসতে হবে। একজন আদায় করলে

সবার পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি আদায় করা না হয়, তবে সকলেই গুনাহগার হবে। রাসূল (ﷺ) রমাদান মাস আসলে রমাদানের শেষ দশদিন ইতিকাফে বসতেন। মুসলিম পুরুষ মসজিদে ইতিকাফে বসবে এবং মুসলিম নারীদের মসজিদে নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদির ব্যবস্থা থাকা সাপেক্ষে অভিভাবকের অনুমতিক্রমে ইতিকাফে বসবে।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদান মাসের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করেন। বিশ তারিখ অতীত হওয়ার সন্ধ্যায় এবং একুশ তারিখের শুরুতে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ই'তিকাফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে প্রস্থান করেন এবং তিনি যে মাসে ইতিকাফ করেন ঐ মাসের যে রাতে ফিরে যান সে রাতে লোকদের সামনে ভাষণ দেন। আর তাতে মাশাআল্লাহ, তাদেরকে বহু নির্দেশ দান করেন, অতঃপর বলেন যে, আমি এই দশকে ই'তিকাফ করেছিলাম। এরপর আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, শেষ দশকে ই'তিকাফ করব। যে আমার সংগে ই'তিকাফ করেছিল সে যেন তার ই'তিকাফস্থলে থেকে যায়। আমাকে সে রাত দেখানো হয়েছিল, পরে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন): শেষ দশকে ঐ রাতের তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা তালাশ কর। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ঐ রাতে আমি কাদা-পানিতে সিজদা করছি। ঐ রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের সঞ্চার হয় এবং বৃষ্টি হয়। মসজিদে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর সালাতের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিল একুশ তারিখের রাত। যখন তিনি ফজরের সালাত শেষে ফিরে বসেন তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর মুখমন্ডল কাদা-পানি মাখা। (সহিহ বুখারীঃ ২০১৮)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। (সহিহ বুখারীঃ ২০২৫)

- **লাইলাতুল ক্বদর তালাশঃ**

হুজুরে পাক হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) রমাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করতে বলেছেন। এই রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। পবিত্র আল কুরআনে এই রাতের মহাত্ম্য বুঝাতে আল্লাহ তাআলা একটি সম্পূর্ণ সূরা, সূরা আল-ক্বদর নাযিল করেছেন। অনেক হাদীসেও এই রাতের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদ্‌রে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। সুলায়মান ইব্‌নু কাসীর (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সহিহ বুখারীঃ ২০১৪)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ " إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ

‘উবাদাহ ইব্‌নু সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লায়লাতুল কদ্‌র সম্পর্কে জানানোর জন্য বের হলেন। তখন দু’জন মুসলমান বিবাদ করছিল। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের লাইলাতুল কদ্‌র সম্পর্কে জানানোর জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন অমুক অমুক বিবাদে লিপ্ত থাকায় তা (লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর হয়তো বা এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। তোমরা তা অনুসন্ধান কর (রমাদানের) ২৭, ২৯ ও ২৫ তম রাতে। (সহিহ বুখারীঃ ৪৯)

وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

ইব্নু 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

সাহাবীগণ আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট (তাঁদের দেখা) স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। লাইলাতুল কদর রমাদানের শেষ দশকের সপ্তম রাতে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি মনে করি যে, (লাইলাতুল কদর শেষ দশকে হবার ব্যাপারে) তোমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদ্‌রের অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন তা শেষ দশকে অনুসন্ধান করে। (সহীহ বুখারীঃ ১১৫৮)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ".

'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা রমাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌রের অনুসন্ধান কর। (সহিহ বুখারীঃ ২০১৭)

- **উমরাহ্ হজ্জ্ব পালনঃ**

রমাদান মাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে উমরাহ্ হজ্জ্ব আদায় করা। যেসব মুসলিমের দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য আছে, তারা রমাদান মাসে উমরাহ্ হজ্জ্ব পালন করলে অশেষ নেকী অর্জন করতে পারবে। রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের রমাদান মাসে উমরাহ্ হজ্জ্ব পালনের কথা বলেছেন। হাদীসে আছে,

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً»

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আনসারী মহিলাকে বলেছিলেন, যখন রমাদান এসে যাবে তখন তুমি একটি উমরাহ্ আদায় করবে। কেননা রমাদানের একটি উমরাহ্ একটি হজ্জের সমপরিমাণ। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ২১১০)

- **সাদাকাতুল ফিতর আদায়ঃ**

রমাদান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা । সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা উলামায়ে কেরামদের মতে ওয়াজিব। প্রত্যেক সামর্থবান মুমিন নারী-পুরুষের উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের দিন যদি কারো নিকট যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ দৈনন্দিন চাহিদার অতিরিক্ত থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এখানে বছর পূর্ণ করা শর্ত নয়। পরিবারের সকল সদস্য, এমনকি বাড়ির কাজের লোক, কৃতদাস-দাসী, সকলের পক্ষ থেকে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি তা আদায় করবেন। ঈদের স্বলাত পড়ার আগেই ফিতরা আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে এবং তা সর্বোত্তম।

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাদানে সাদকা-ই-ফিতর হিসেবে নরনারী আযাদ গোলাম প্রতিটি মুসলমানের উপর এক ছা’ করে খেজুর কিংবা যব ধার্য করেছিলেন। (সহিহ বুখারীঃ ১৫০৪, সহিহ মুসলিমঃ ৯৮৪, মুয়াত্তা ইমাম মালিকঃ ৬১২)

রাসূল (ﷺ) এর জমানায় কিশমিশ, খেজুর, গম ও পনির দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা হতো। এগুলোর মধ্যে গমের পরিমাপ অর্ধ সা এবং বাকিগুলোর পরিমাপ এক সা। আর এক সা হলো তিন কেজি তিনশত গ্রাম সমপরিমাণ। প্রতিবছর সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বর্তমান বাজারমূল্য হিসেবে উম্মুল মাদারিস মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার ফতোয়া বিভাগ থেকে ফিতরা আদায়ের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মূল্য সম্বলিত তালিকা প্রকাশ করে থাকে।

রমাদান মাসের শিক্ষা, তাৎপর্য ও প্রাপ্তি

রমাদান মাস একটি মহিমান্বিত মাস। আল্লাহ তাআলা নিজেই এই মাসকে সম্মানিত করেছেন। এই মাস আসলে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ মাস আসলে শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়। হাদীসে আছেঃ

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রমাদান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়। (সহিহ বুখারীঃ ১৮৯৯)

রমাদান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে ফরজ সাওম পালন। সাওম পালনের অনেক ফযীলত রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ পূণ্যের আশায় রমাদানের সিয়াম ব্রত পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহিহ বুখারীঃ ৩৮)

আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন যে, যে বান্দা ঈমানের সাথে রমাদান মাসে রোজা রাখবে, তিনি তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি বান্দার গুনাহকে নেকীকে রুপান্তর করে দেন। সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার। রমাদান মাসে আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে ক্ষমা করে দেন, জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশ করান। হাদীসে এসেছে,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنِّي، فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ "

আরফাজা (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেনঃ 'আমি একটি ঘরে অবস্হান করছিলাম যেখানে উতবা ইব্ন ফারকাদ (রাঃ) ছিলেন। আমি একটি হাদীস বর্ণনা করতে চাইলাম, কিন্তু সেখানে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে একজন সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন, যিনি হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করলেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযান মাসের ব্যাপারে বলেছেন, রমযান মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর প্রত্যেক দুষ্টু শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়। প্রত্যেক রাতে একজন আহবানকারী আহবান করতে থাকে, 'হে কল্যাণকামীগণ তোমরা নেক কাজ কর, হে পাপিষ্ঠগণ তোমরা পাপ হতে বিরত থাকো'। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ২১০৮)

রমাদান মাস হলো সাওম পালনের মাস। মুসলিম বালেগ নারী-পুরুষ এ মাসে ফরজ সাওম পালন করে। আর সাওম পালনের পুরস্কার আল্লাহ তাআলা নিজে দিবেন বলে হাদীসে এসেছে।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلَّا الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ (আল্লাহ্ বলেন) বনী আদম যে নেক কাজ করে তাকে তার দশ গুণ প্রতিদান দেওয়া হয়। কিন্তু সাওম (রোযা) আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ২২১৯)

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময়ে মানুষকে হিদায়াতের জন্য কিতাব নাযিল করেছেন। আল-কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নাযিল করেন। আর এই কুরআন নাযিল শুরু হয় পবিত্র রমাদান মাসে। এভাবে আল্লাহ তাআলা এ মাসকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কালাম কুরআন মাজীদে নিজেই বলছেন,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ [٤٤:٢]

শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। (সূরা আদ-দুখান ৪৪:২)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ [٤٤:٣]

আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (সূরা আদ-দুখান ৪৪:৩)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ [٤٤:٤]

এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (সূরা আদ-দুখান ৪৪:৪)

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ [٤٤:٥]

আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী। (সূরা আদ-দুখান ৪৪:৫)

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [٤٤:٦]

আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আদ-দুখান ৪৪:৬)

রমাদান মাসের ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করে। আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে। আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এ মাসে রয়েছে বান্দার জন্য প্রভূত কল্যাণ। সমগ্র মাসে প্রভূত কল্যাণ থাকলেও এই মাসে একটি বিশেষ রাত রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ বিশেষ রাত্রির মর্যাদা রক্ষা করলো, আমল করলো, সে সফলকাম হলো। হাদীসে এসেছে,

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তা’আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাসের আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ২১০৬)

রমাদান মাসে সাওম পালনকারীর শারীরিক অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ক্ষুধা-পিপাসার মধ্য দিয়ে, শারীরিক চাহিদাকে তুচ্ছ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখতে হয়। দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকার ফলে মুখে গন্ধ হয়, শারীরিক দূর্বলতা অনুভব হয়। বান্দার এই ত্যাগের কারণে আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তিনি তাঁর বান্দাকে উত্তম পুরস্কার দেন। যে পিপাসার্ত বান্দা তাঁর ভয়ে পানি পান থেকে বিরত থাকে, কিয়ামতের দিন তিনি তাকে জান্নাতের পানি পান করাবেন। হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا»

সাহ্‌ল ইবনু সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, সাওম (রোযা) পালনকারীদের জন্য জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যাকে রায়্যান বলা হয়, সে দরজা দিয়ে সাওম (রোযা) পালনকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। যখন তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করে ফেলবে, সে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে পানি পান করবে আর যে পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। (সুনানে আন-নাসায়ীঃ ২২৩৬)

পরিশেষে রমাদান মাস একটি মহিমান্বিত মাস। এই মাস হলো ক্বদরের মাস। আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ মাফ করে থাকেন। একমাত্র আল্লাহই বান্দার গুনাহ মাফের ক্ষমতা রাখে। আর কেউ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি

রমাদান মাস পেলো, কিন্তু ইবাদত করে, কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছ থেকে নিজের কৃত গুনাহ মাফ করাতে পারলো না, তার চেয়ে বড় দূর্ভাগা আর কেউ নেই। কারণ সে জানে না, আগামীতে তার ভাগ্যে এমন সুযোগ আর আসবে কিনা, আরেকটি রমাদান পাবার সৌভাগ্য তার নাও হতে পারে। হুজুরে পাক হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) হাদীসে বলেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَظُنُّهُ قَالَ أَوْ أَحَدُهُمَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَرِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ . وَيُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً فِي الْمَجْلِسِ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তার নাক ভূলুণ্ঠিত হোক যার কাছে আমার নাম উল্লেখিত হল, কিন্ত সে আমার উপর দরূদ পাঠ করেনি। ভুলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার নিকট রমযান মাস এলো অথচ তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তা পার হয়ে গেল। আর ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার নিকট তার বাবা-মা বৃদ্ধে উপনিত হলো, কিন্ত তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি (সে তাদের সঙ্গে ভাল আচরণ করে জান্নাত অর্জন করেনি)। আবদুর রহমানের রিওয়াইয়াতে কিংবা “যে কোন একজন” কথাটুকুও আছে। হাসান সহীহঃ (জামে’ আত-তিরমিজিঃ ৩৫৪৫)

মিশকাত (৯২৭), তা’লীকুর রাগীব (২/২৮৩), নাবীর উপর দরূদ পাঠের ফযীলাত (১৬), মুসলিম হাদীসের শেষ অংশ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রমাদান মাস শুরু হলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৬৪৪)

রমাদান মাস একজন মুসলিম মুমিনকে অনেক কিছুর শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার কিছু দিক হলো শারীরিক, কিছু দিক হলো মানসিক বা আত্মিক। আর সবার উপরে দেয় নৈতিক শিক্ষা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। সূরা বাক্বারায় এই আয়াতটি এসেছে। আল্লাহ চাচ্ছেন তার বান্দা যেন মুত্তাকী হয়, পরহেজগার, আল্লাহ ওয়ালা বান্দা হয়। আর তার জন্য প্রশিক্ষণের মাস হলো রমাদান। এই একমাসে সে যা শিখবে, সে যেনো বছরের বাকি এগারোটি মাস সুন্দর, সুশৃঙ্খলভাবে আল্লাহর বিধান মেনে, রাসূল (ﷺ) এর দেখানো পথে চলতে পারে, এই চলার পথে যেনো ঈমানদারেরা অভ্যস্ত হয়ে যায় এই জন্যই আল্লাহর রহমত সরুপ এই মাস প্রত্যেক বছর আগমন করে।

রমাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ধৈর্যের তথা সবরের শিক্ষা। রমাদানের সাওম আমাদের সবর করতে শিখায়। সক্ষমতা থাকা সত্বেও পানাহার, পানি পান থেকে বিরত থাকা এক বিরাট ধৈর্যের পরীক্ষা। ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি করার শক্তি-হিম্মত থাকলেও আল্লাহ নির্দেশে তা থেকে বিরত থেকে একজন মুমিন বান্দা ধৈর্যের পরীক্ষা দেয়। এ থেকে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আশানুরূপ না হলে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে সমর্পণ করে সবর করার নামই হলো ধৈর্য।

রমাদান আমাদের নেক আমল করার শিক্ষা দেয়। ভালো কাজ করা, মন্দ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা রমাদান মাস হতে পাওয়া যায়। এ মাসে শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরও যদি কেউ এই মাসে খারাপ-মন্দকাজে লিপ্ত হয়, তবে তার নফস শয়তানের চেয়েও জঘন্য। আমাদের উচিত রমাদান থেকে শিক্ষা নিয়ে বেশি থেকে বেশি নেক আমল করা। কারণ আল্লাহ তাআলা নেক আমলকারীর জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا [١٨:١٠٧]

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (সূরা আল-কাহফ ১৮:১০৭)

এই রমাদান মাসের আরেকটি শিক্ষা হলো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুধাবন করা। গরিব-দরিদ্র লোকদের, যারা ঠিকমত খেতে পায়না, তাদের যে কি জ্বালা, কষ্ট তার কিছুটা হলেও রোজা রাখলে একজন রোজাদার ব্যক্তি অনুভব করতে পারে। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে এই যে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া, পিপাসার্তকে পানি পান করানো। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যে কিনা ভরাপেটে রাত্রি যাপন করে আর তার দরিদ্র প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।

রমাদানের আরেকটি সৌন্দর্য হলো ভাতৃত্ববোধের শিক্ষা। আমরা মুসলিমরা যেমন ধনী-গরিব, সাদা-কালো নির্বিশেষে নামাজে একই কাতারে দাঁড়িয়ে আদায় করি, ঠিক তেমনিভাবে আমরা একইসাথে ইফতারে অংশগ্রহণ করি। এতে পরস্পরের মধ্যে ভাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়। মুসলিম মুসলিম ভাই-ভাই। আমাদের সকলের উচিত এক মুসলিম আরেক মুসলিমের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবো।

-সমাপ্ত-